Jagannath University Journal of Social Sciences
Vol. 13. Issue 1, 2024-2025, https://doi.org/10.3329/jnujss.v13i186057

স্থানীয় পর্যায়ে সেবা সরবরাহ ও সামাজিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা: একটি অধ্যয়ন

আফরীন খান*
যুগ্মপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

ফরিদা ইয়াসমিন
উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

Abstract
This study explores the critical role of Union ParishadsÍthe lowest tier of local government in BangladeshÍin delivering public services and fostering social development at the grassroots level. Drawing on qualitative data collected from four purposefully selected Union Parishads in the Cumilla district, the research analyzes the scope and nature of development interventions, challenges faced in service delivery, and the effectiveness of institutional practices. Data were gathered through interviews, field observations, and review of official documents. The findings reveal that while Union Parishads are actively engaged in a range of social development activities, their capacity is often constrained by limited financial resources, bureaucratic inefficiencies, inadequate skilled manpower, and political influence. Despite these barriers, the Union Parishads remain a pivotal institution in advancing local development. The study concludes with actionable recommendations aimed at enhancing governance capacity, transparency, and community participation to strengthen the role of Union Parishads in rural development.

Keywords: *union parishad, local governance, service delivery, rural development, decentralisation, bangladesh*

১. ভূমিকা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ইউনিয়ন পরিষদ। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে এটি একটি মৌলিক প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে কাজ করে, যা স্থানীয় জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ কেবলমাত্র স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার তদারকি এবং বাস্তবায়নই করে না, এটি স্থানীয় জনগণের প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান এবং সরকারি সেবা প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ের প্রশাসনিক সংস্কার এবং নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো ও কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে সঠিকভাবে এই

* **Corresponding author:** Afrin Khan, Email: afrinbard@gmail.com
Submission: 23.01.25; Acceptance: 18.05.25

পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনসম্পৃক্ততা, কার্যকর নীতি এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন, যা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম সুদৃঢ় হাতিয়ার হচ্ছে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ভিত্তিই টেকসই উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বকে অপরিহার্য করে তুলেছে (সিদ্দীক, ২০০৫)। এটি মূলত জন প্রশাসনের বা স্থানীয় সরকারের এমন একটি রূপ, যা সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একটি প্রদত্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। উপমহাদেশে বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শাসকগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উপনিবেশিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদ্ধতির একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে এদেশে বিধিবদ্ধ স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থার যাত্রা শুরু সে সময়ে জেলা ও পৌরসভা পর্যায়ে সীমিতভাবে জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকলেও গ্রাম পর্যায়ে 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা' বলতে যা ছিল তা স্থানীয় সরকার বা সরকার কোনটিই ছিল না (আহমেদ, ২০০৭)। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রাতিষ্ঠানসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান। গ্রাম চৌকিদারি আইনের ১৮৭০ এর অধীনে ১৮৭০ সালে কিছু পল্লী সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলে ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। এ আইনের অধীনে প্রতিটি গ্রামে পাহারা বা টহল ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে কতগুলো গ্রাম নিয়ে একটি করে ইউনিয়ন গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার বিকাশের মধ্য দিয়ে একটি স্থানীয় সরকার ইউনিটের ধারনার সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এর ভূমিকা নিরাপত্তামূলক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে এটিই স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ইউনিটের ভিত্তিরুপে গড়ে উঠে (সিদ্দীক, ২০০৫)। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৫৮০টি (২০২৪ এর রিপোর্ট) ইউনিয়ন আাছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। ইউনিয়ন পরিষদ হলো এদেশের পরীক্ষিত সফল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যার নামের কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে সময়ের পরিবর্তন ধারায় দীর্ঘদিনের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনও সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার কোন বিলোপন বা স্থগিতকরণ ব্যতীতই বর্তমানের আবস্থায় উপনীত হয়েছে। এদেশে জেলা পরিষদ নামক অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি তার বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যে বেশ কয়েক বার হোঁচট খেয়েছে, হয়েছে পরিবর্তিত। উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি কিছুদিন সফলভাবে যাত্রা করে বড় ধরনের একটি হোঁচট খেয়েছিল। তবে ইউনিয়ন পরিষদই হলো একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যার উপরে সরাসরি আক্রমন করা হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি। বরং এ প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের যে রুপ বা কাঠামো আমরা দেখতে পাই তা দীর্ঘদিনের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা এবং এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যয়নটি স্থানীয় সরকারের এই স্তরের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন, সেবা প্রদান এবং জনগণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা মূল্যায়নের একটি প্রচেষ্টা। এটি স্থানীয় জনগণের উন্নয়নে পরিষদের ভূমিকা, সমস্যাসমূহ এবং সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

২. গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেবা সরবরাহ ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্য়করী ভূমিকা ও সেবার মান বিশ্লেষণ করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

ক) ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধরন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা;

খ) ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত সেবাসমূহ দেয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলো চিহ্নিত করা এবং এ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের অভিমত বিশ্লেষণ করা; এবং

গ) ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে কার্যকারিতা এবং দক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য উন্নয়নমুখী সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

গবষেণাটি গুণগত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে, যেখানে কুমিল্লা জেলার অদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বরুড়া ও বুড়িচং উপজেলার ০৪টি ইউনিয়নকে (জগন্নাথপুর, জোড়কাননন, খোশবাস, ষোলনল) উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ, বরুড়া উপজেলার খোশবাস ইউনিয়ন পরিষদ এবং বুড়িচং উপজেলার ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন ও এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে উক্ত ইউনিয়নগুলোতে ২৫জন উপস্থিতি করে মোট ১০০জন এর উপস্থিতিতে একটি চেকলিষ্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামো, পরিষেবার গুণগত মান, এবং পল্লী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা বোঝার জন্য এই এলাকাগুলোর ইউনিয়ন পরিষদের র্কাযক্রম কেস স্টাডি আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য লক্ষ্যভত্তিকি নমুনা নির্বাচন (Purposive Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করে স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান, সদস্য), পরিষদ র্কমর্কতা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য গভীর সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, নথি বিশ্লেষণ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার উৎস ও সমাধানের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প নথি, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সরকারি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেস স্টাডি প্রক্রিয়ায় তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো থিম্যাটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা প্রশ্নের আলোকে সাজানো হয়েছে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা, সামাজিক প্রভাব এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়ছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে একটি পৃথক কেস হিসেবে বিশ্লেষন করে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত কারণগুলো চিহ্নিত করা করে কাজের ধরন অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গবষেণার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়েছে।

৪. সাহিত্য পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। সিদ্দিকী (২০০৫)-এর মতে, স্থানীয় সরকার সামাজিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার কাঠামো জনগণের কাছাকাছি থেকে তাদের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। ওয়ার্ড পর্যায়ে সেবা প্রদান ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব (জাহান, ২০১৫)। আনাম (২০০৭) তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে, আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এর কার্যকারিতায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্থানীয় সরকারের ভূমিকা দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অপরিহার্য। মূলত, স্থানীয় সমস্যা সমাধান এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক কার্যক্রমের একাংশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসনিক কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাজেট প্রস্তুত, নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কর আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করার অঙ্গীকার সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৫৯ (১,২), ৬০)।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। এটি গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করে। এর কাজের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রসার,

কৃষি উন্নয়ন, এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ইসলাম (২০১০) তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে রাস্তা, ব্রিজ, এবং পানির উৎসের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নযয়ন সম্ভব হয়েছে, যা পল্লী অর্থনীতির গতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে, ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ স্কুল ভবন নির্মাণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং কৃষি প্রশিক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে, যা কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। যদিও ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে এর কার্যক্রম প্রায়শই ব্যাহত হয়। জাহান (২০১৫) উল্লেখ করেন যে, তহবিলের সীমাবদ্ধতা ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বরাদ্দকৃত অর্থ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত হয় না। এছাড়া, স্বচ্ছতার অভাব এবং দুর্নীতি পরিষদের কার্যকারিতায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় পরিষদ সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাবও উল্লেখযোগ্য একটি সীমাবদ্ধতা। অনেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রশাসনিক কাজের দক্ষতার অভাবে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। চৌধুরী (২০১৭) বলেন, "দক্ষতার ঘাটতি এবং সুশাসনের অভাব স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।"

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (টউঈ) গ্রামীণ জনগণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এটি জনগণের কাছে সরকারি সেবা সহজলভ্য করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। জাহান (২০১৮) তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের সময় ও খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জমি রেজিস্ট্রেশন, জন্ম নিবন্ধন, এবং কৃষি বিষয়ক পরামর্শ এখন UDC-এর মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং জনবল দক্ষতার অভাবের কারণে ই-গভর্নেন্স পুরোপুরি সফল হয়নি। গ্রামীণ জনগণ অনেক সময় প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ না হওয়ায় সেবা পেতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রামাণিক (২০১৯) বলেন, "UDC-এর কার্যক্রমকে সফল করতে স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।" ইউনিয়ন পরিষদ নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নারীর ক্ষমতায়নের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। প্রামাণিক (২০১৯)-এর মতে, "নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগসমূহ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।" উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং স্বনির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, নির্বাচিত নারী সদস্যরা পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভধারণকালীন পরামর্শ, এবং শিশু টিকাদান কর্মসূচি নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় সরকার কাঠামো শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নয়, বরং অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসেবে কাজ করে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs) বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য (Smoke, 2015)। স্থানীয় সরকারের কার্যকরী ভূমিকা আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে। Crook and Manor (1998) তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়, যা প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। ই-গভর্নেন্স এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) সেবাগ্রহীতাদের সময়, খরচ এবং প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে (Bwalya, 2009; Heeks, 2002)। Hasan et al. (2022) তাদের গবেষণায় বাংলাদেশে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোর কার্যকারিতা

বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ডিজিটাল সেবা গ্রহণে নারীরা আরও সুবিধা পাচ্ছেন, যদিও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাব ও ডিজিটাল বিভাজন এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে, Goetz and Hassim (২০০৩) বলেন যে, স্থানীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি মানেই শুধু সংখ্যা নয়, বরং তারা কিভাবে কার্যকরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব দানের সুযোগ পাচ্ছে (Nazneen & Tasneem, 2010)। এই সুযোগগুলো নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের পথে এক ধাপ এগিয়ে রাখছে। একইভাবে, UNICEF (2019) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ যদি স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অধিকতর পরিকল্পনাভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সেবা দিতে পারে, তবে শিশু ও নারীদের কল্যাণে তা বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর ইউনিয়ন পরিষদ, যার উৎপত্তি বৃটিশ আগমনের পূর্বে প্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথার মধ্য দিয়ে হলেও আধুনিক রূপ লাভ করে ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ'-এর মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে সংশোধন এবং ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার পূর্ববর্তী অধ্যাদেশ রহিত করে সংসদে পাস করে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯' এবং সর্বশেষ ২০২২ সালে সংশোধিত এই আইনে ১৭টি অধ্যায়, ১০৮টি ধারা ও ৫টি তফসিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কয়েকটি গ্রাম বা মৌজা নিয়ে একটি ওয়ার্ড এবং নয়টি ওয়ার্ড নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হয়, যেখানে ইউনিয়নের নাম কোনো ব্যক্তির নামে রাখা যায় না, সরকার (ডেপুটি কমিশনার) ওয়ার্ডসমূহের ক্রমিক নম্বর ও স্থানীয় সীমানা নির্ধারণ করে এবং প্রয়োজনে পুনর্গঠন করতে পারে; উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব পদটি বর্তমানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নামে পরিচিত এবং এই পদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণে 'ইউনিয়ন পরিষদ (পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী) বিধিমালা, ২০১১' অনুসরণ করা হয়।

৫.১ ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

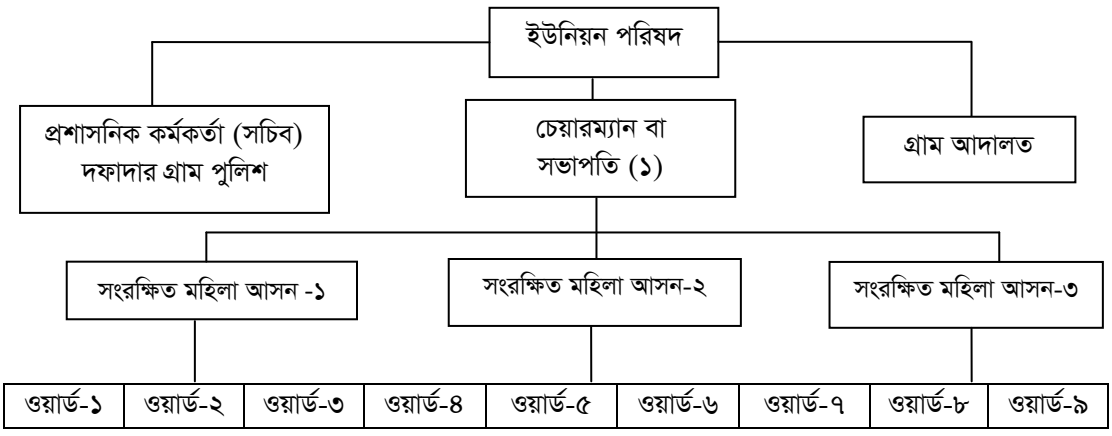

চিত্র-১ : ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

৬. তাত্ত্বিক কাঠামো: পল্লী উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

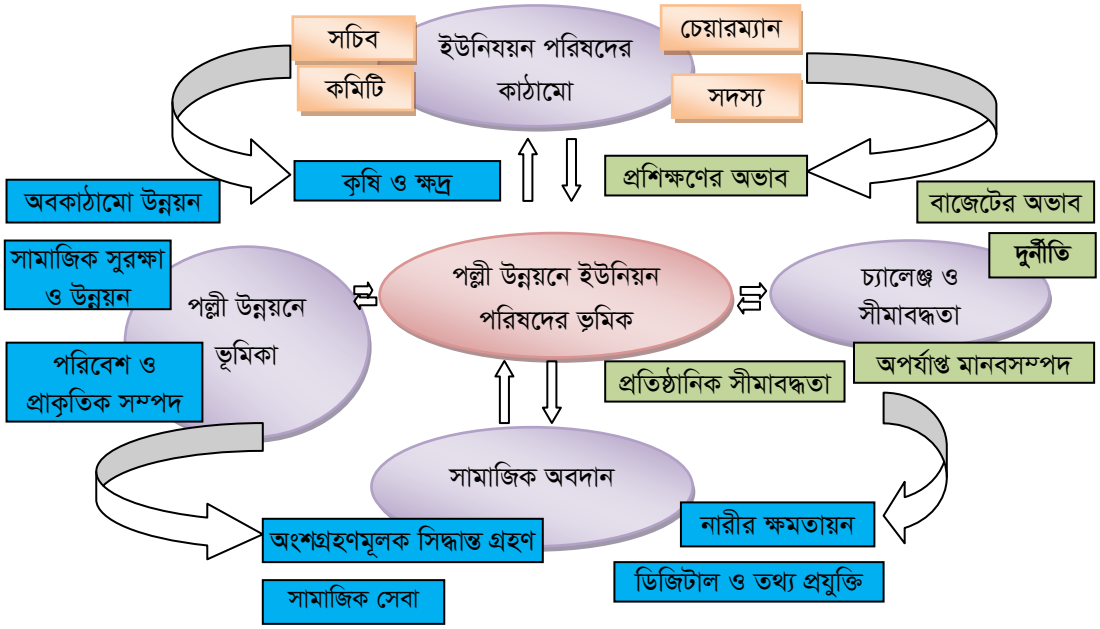

চিত্র-২: ইউনিয়ন পরিষদের তাত্ত্বিক কাঠামো

৬.১ তাত্ত্বিক কাঠামো: সামাজিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

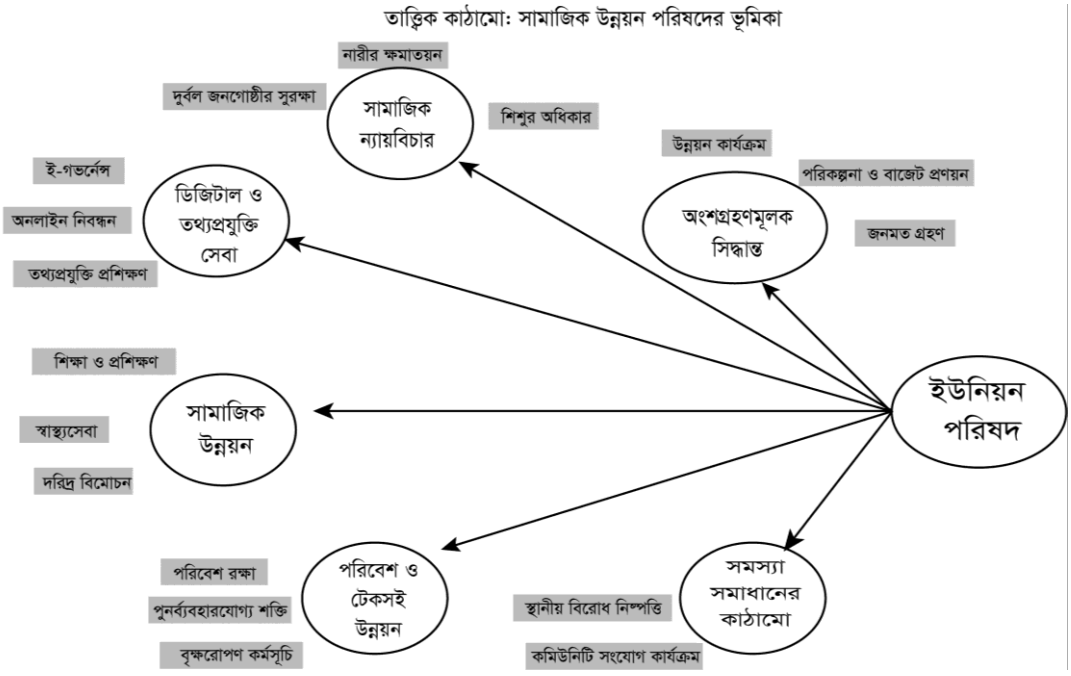

চিত্র-৩ : ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক কাঠামো

৭. গবেষণা এলাকার বর্ণনা

এই গবেষণায় কুমিল্লা জেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদ—জগন্নাথপুর, জোড়কানন (পূর্ব), খোশবাস এবং ষোলনল—নির্বাচন করা হয়। এসব ইউনিয়ন ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, শিক্ষা, অবকাঠামো ও ধর্মীয়-সামাজিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। জগন্নাথপুর ইউনিয়ন আদর্শ সদর উপজেলায় অবস্থিত, যার আয়তন ৮.২৫ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫৪ হাজার। এখানে ৩৮টি গ্রাম, ৫টি বাজার, ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটন স্থান রয়েছে। জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়নটি সদর দক্ষিণ উপজেলায় ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত, যার আয়তন ১৩.৪৭ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা প্রায় ২১ হাজার। ইউনিয়নটিতে রয়েছে ৫৩টি মসজিদ, ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়। বরুড়া উপজেলার বৃহত্তম ইউনিয়ন খোশবাস, যার আয়তন প্রায় ৩১৪১ একর এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। এখানে ১০টি বাজার, ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ঐতিহাসিক জমির আলী খাঁ মসজিদসহ প্রায় ৬০টি মসজিদ রয়েছে। ইউনিয়নটির ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। অপরদিকে, ষোলনল ইউনিয়ন বুড়িচং উপজেলায় গোমতী নদীর কোল ঘেঁষে অবস্থিত, আয়তন ২৪.৪০ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার। এখানে ২৬টি গ্রাম, ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ৮টি মন্দির ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় ও পর্যটন স্থান রয়েছে। এই ইউনিয়নে গড় শিক্ষার হার ৭৪%। এই ইউনিয়নগুলো গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে কারণ তারা ভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, যা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম মূল্যায়নে সহায়ক।

৮. গবেষণার ফলাফল: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ, বরুড়া উপজেলার খোশবাস ইউনিয়ন পরিষদ এবং বুড়িচং উপজেলার ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন ও এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকালে উক্ত ইউনিয়নগুলোতে ২৫ জন উপস্থিতি করে মোট ১০০ জন এর উপস্থিতিতে একটি চেকলিষ্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত সদস্যদের সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যসমূহ কেইস স্টাডি আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৮.১ সেবার ধরন ও পরিধি

গবেষণায় দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নিয়মিতভাবে নাগরিকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে নাগরিক সনদ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সনদ, আয় ও ট্রেড লাইসেন্স, কর নির্ধারণ এবং ভাতা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র। পরিষদগুলোতে প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ১০০ জন নাগরিক এসব সেবা গ্রহণ করেন। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জানান :

"প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন সেবা নিতে আসেন। নাগরিক সনদ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি সেবা সরবরাহে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। তবে ডিজিটাল রেজিস্ট্রারের অভাবে অনেক সময় বিলম্ব হয়।"

অধিকাংশ পরিষদে ২০-৩০টি রেজিস্টার হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হয়, যা ডিজিটালাইজড না হওয়ায় সময় ও শ্রম বেশি ব্যয় হয় এবং সেবা প্রদানে বিলম্ব ঘটে। জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন:

আমরা ২০-২৪টি রেজিস্টার হাতে লিখে সংরক্ষণ করি। ডিজিটালাইজেশন করলে কাজের গতি বাড়বে এবং সেবার মানও উন্নত হবে।"

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (টউঈ) এর মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হলেও, ইন্টারনেট সংযোগের গতি ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করে। খোশবাস ইউনিয়নের সচিবের ভাষ্য:

"আমরা ২৭টি রেজিস্টার হাতে লিখে সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে বেশিরভাগই ভাতা, সনদ ও প্রকল্প সংক্রান্ত। তবে লোকবল সংকটের কারণে অনেক সময় প্রত্যয়নপত্র দেয়ার রেজিস্টার রাখা সম্ভব হয় না।"

ষোলনল ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রতিদিন ২০-২৫ জনকে সেবা দিই, কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ দুর্বল হওয়ায় অনেক সময় সেবা দিতে সমস্যা হয়।"

এই তথ্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদগুলো জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে আন্তরিক হলেও অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা তাদের কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৮.২ প্রশাসনিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ

ইউনিয়ন পরিষদগুলোর বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামোর অভাব। প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নেই দেখা গেছে যে পরিষদ ভবন ছোট এবং পরিপূর্ণ অফিস সুবিধা নেই। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জন্য আলাদা কক্ষের অভাব, আধুনিক কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের অভাব, এবং কর্মচারী সংকট প্রশাসনিক কাজকে ব্যাহত করছে। খোশবাস ইউনিয়নের সচিব বলেন: "আমার কক্ষে কোনো কম্পিউটার নেই। তাই হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের উপর অনেক কাজ নির্ভর করে। এতে সময়মতো কাজ শেষ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।" সচিব, চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তাদের একাধিক কাজ একা পরিচালনা করতে হয়, যেটি সময়সাপেক্ষ এবং যা প্রশাসনিক দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। ষোলনল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের ভাষ্য: "মেম্বারদের বসার কোনো নির্দিষ্ট কক্ষ নেই। সচিব, উদ্যোক্তা ও চেয়ারম্যান একটি কক্ষে কাজ করেন, যা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়।"

ইউনিয়নের ভবন অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন এবং জরাজীর্ণ, যা সম্প্রসারণের দাবি রাখে। জোড়কানন ইউনিয়নের সদস্য উল্লেখ করেন: "প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক সময় সরকারি নির্দেশনা ঠিকমতো বুঝে কাজ করা যায় না। চেয়ারম্যান বা সচিব প্রশিক্ষিত হলেও সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।" জগন্নাথপুর ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "আমরা

ইন্টারনেটের ধীর গতির কারণে অনেক সময় সেবা সময়মতো দিতে পারি না, ফলে জনগণের মাঝে অসন্তোষ তৈরি হয়।"

৮.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কর আদায়

ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্থানীয় আয়ের উৎস যেমন বাজার, স্থলবন্দর, ফ্যাক্টরি, ইটভাটা ইত্যাদি থেকে কর আদায়ের চেষ্টা করে, তবে জনগণের অনীহা, সচেতনতার অভাব, এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আদায়কৃত অর্থ প্রায়শই লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকে। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন:

"প্রথমে কর নির্ধারণ হয় ১৯ লাখ টাকা, কিন্তু জনগণের চাপে তা কমিয়ে ১১ লাখ করা হয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প চালাতে সমস্যায় পড়তে হয়।" খোশবাস ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন: "বাজার, ভাটা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি নিয়মমাফিক কর আদায় করা যায়, তাহলে পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক গতি পাবে। তবে বাস্তবে সবাই কর দিতে চায় না।"

কিছু ইউনিয়নে কর আদায় ৬০-৭০% পর্যন্ত হয়, তবে সম্পূর্ণ আদায় নিশ্চিত করতে আধুনিক কর ব্যবস্থাপনা, জনসচেতনতা এবং ডিজিটাল রেকর্ড ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। জোড়কানন ইউনিয়নের সচিবের মত:

"আমরা বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আদায় করি, তবে সব হোল্ডিং কর সময়মতো আসে না। অনেকেই জানতে চায়, কেন কর দিতে হবে।" ষোলনল ইউনিয়নের সদস্য বলেন: "কর আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রচারণা দরকার। জনগণ কর দিতে অনাগ্রহী, সচেতনতা জরুরি।"

৮.৪ গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা

সব ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। মাসে গড়ে ৭-১৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। তবে আদালত পরিচালনায় প্রশিক্ষণের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ষোলনল ইউনিয়নের সচিব বলেন:

"আমরা আদালত পরিচালনা করি, কিন্তু রায় লেখায় ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।" জোড়কানন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন: "গ্রাম আদালতের আইন অনুযায়ী কিছু মামলায় সাজা দিতে না পারায় অনেক সময় লোকজন আদালতে যেতে চায় না।"

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময় রায় লেখার ক্ষেত্রে বইয়ের উপর নির্ভর করতে হয়, যা ভুল বা পক্ষপাত সৃষ্টি করতে পারে। পৃথক এজলাস ও প্রশিক্ষণের ঘাটতির কারণে কার্যকারিতা সীমিত হয়। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন:

"প্রতিবছর দেড়শ্বর মতো মামলা নিষ্পত্তি করি, কিন্তু রায় লেখার ক্ষেত্রে বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। প্রশিক্ষণ থাকলে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করা যেত।" খোশবাস ইউনিয়নের সদস্য বলেন: "মামলার শুনানি আলাদা জায়গায় না হওয়ায় ব্যক্তিগত তথ্য অনেক সময় প্রকাশ হয়ে যায়। পৃথক এজলাসের দরকার।"

৮.৫ সামাজিক সুরক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন

সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সদস্য বলেন: "৪০ দিনের কর্মসূচিতে আমরা স্থানীয় দরিদ্রদেরই নিয়োগ দিই। বাইরের শ্রমিক আনা হয় না।"

এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণ সন্তুষ্ট হলেও, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভরতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে এই কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। জোড়কানন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন: "আমরা প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিই, জন্মনিবন্ধন ঠিক রাখার জন্য গ্রামে মাইকিং করি। এসব উদ্যোগে নারীরা নেতৃত্ব নিচ্ছেন।"

ইউনিয়ন পরিষদ নারী সদস্যরা সক্রিয়ভাবে সভায় অংশ নিচ্ছেন, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা তহবিল বিতরণে ভূমিকা রাখছেন। তবে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণে দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা জরুরি। খোশবাস ইউনিয়নের নারী সদস্য বলেন: "আমরা নারীদের জন্য সেলাই মেশিন দিয়েছি, গাছের চারা বিতরণ করেছি, যাতে তারা স্বনির্ভর হয়।" ষোলনল ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "নারী সদস্যরা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, কিন্তু প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক কাজ বুঝতে সমস্যা হয়। তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে।"

৮.৬ স্থানীয় নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা

গবেষণায় দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব জনগণের মাঝে এক ধরনের আস্থার সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নিয়মিত পরিষদে উপস্থিত থাকেন এবং উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজনের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করেন। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সচিব বলেন: "চেয়ারম্যান নিজে উপস্থিত থেকে সেবা কার্যক্রম তদারকি করেন এবং উন্মুক্ত বাজেট সভায় জনগণের মতামত গ্রহণ করেন।" জোড়কানন ইউনিয়নের একজন নারী সদস্য বলেন: "নারী সদস্যদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হয়, যা আগে তেমন ছিল না। এটি পরিষদের স্বচ্ছতা বাড়িয়েছে।"

৮.৭ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন টিআর, কাবিখা, এলজিএসপি ও ৪০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকল্প বাছাই, বাস্তবায়ন ও তদারকির ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন:"আমরা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী রাস্তা, কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণ করি। তবে বরাদ্দ কম হওয়ায় সব কাজ করা সম্ভব হয় না।" খোশবাস ইউনিয়নের সদস্য জানান: "কাজ শুরু হওয়ার পর স্থানীয় মানুষ কাজ পায়, তবে তালিকাভুক্ত না হলে অনেকে সুযোগ পায় না।" ষোলনল ইউনিয়নের সচিব বলেন : "প্রকল্পের কাজের গুণগত মান রক্ষা করতে আমরা নিয়মিত তদারকি করি, তবে ঠিকাদারের অংশগ্রহণ সীমিত হওয়ায় কিছু জায়গায় মান বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়।" জোড়কানন ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "৪০ দিনের কর্মসূচিতে প্রকৃত দরিদ্রদের নির্বাচন করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় রাজনৈতিক চাপ আসে।"

৮.৮ গণশুনানি ও জনসম্পৃক্ততা

গবেষণায় দেখা যায় যে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ বিভিন্ন সময় উন্মুক্ত বাজেট সভা, গণশুনানি ও সভার মাধ্যমে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তবে এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সব সময় সমান নয়। জোড়কানন ইউনিয়নের সচিব বলেন: "বছরে অন্তত একবার উন্মুক্ত বাজেট সভা হয়, যেখানে জনগণ বাজেট সম্পর্কে জানেন এবং প্রশ্ন করেন।" খোশবাস ইউনিয়নের নারী সদস্য বলেন: "গণশুনানিতে নারীদের উপস্থিতি বাড়লেও তারা এখনও খোলামেলা কথা বলতে সাহস পান না।" জগন্নাথপুর ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "জনগণ অনেক সময় জানে না কখন গণশুনানি হবে। প্রচার না থাকলে অংশগ্রহণ কমে যায়।" ষোলনল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন: "আমরা চাই সব সিদ্ধান্ত জনগণের মত নিয়ে নিতে, কিন্তু সময় ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা বড় বাধা।"

৮.৯ যুব সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন

গবেষণায় দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে তরুণদের অংশগ্রহণ এখনো খুব সীমিত। যুবকদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ বা সম্পৃক্ততার সুযোগ কম থাকায় তারা ইউনিয়ন পরিষদকে নিজেদের ব্যাপারে খুব বেশি কার্যকর মনে করেন না। খোশবাস ইউনিয়নের এক উদ্যোক্তা বলেন: "যুবকরা ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র কর্মসূচি নেই।" জোড়কানন ইউনিয়নের নারী সদস্য বলেন: "যুব সমাজকে ইউনিয়নের সভা বা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করা গেলে স্থানীয় নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ তৈরি হতো।"

৮.১০ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও চ্যালেঞ্জ

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে, তবে ডিজিটাল অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও ইন্টারনেট সংযোগের সীমাবদ্ধতা এখনো বড় প্রতিবন্ধক। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সচিব বলেন: "ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার আছে, কিন্তু ইন্টারনেট খুবই ধীরগতির। অনলাইন জন্মনিবন্ধন করতে সময় লাগে।" ষোলনল ইউনিয়নের উদ্যোক্তা বলেন: "আমরা কিছু পরিষেবায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করছি, তবে অনেক কর্মকর্তা ও সদস্য এ বিষয়ে দক্ষ নন।"

৯. প্রাপ্ত সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

তথ্য সংগ্রহের সময় উপস্থিত সদস্যদের সাথে আলোচনায় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মে নিয়োজিত সদস্যদের কিছু সমস্যার ও চ্যালেঞ্জের চিত্র ফুটে উঠে। এছাড়া সমস্যাগুলো সমাধানে এবং ইউনিয়নের তথা ইউনিয়ন এলাকায় বসবাসরত জনগণের সামাজিক উন্নয়নে কিছু সুপারিশ ও মতামত প্রদান করা হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৯.১ সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ এর আলোকে সুপারিশসমূহ

উপস্থিত সদস্যদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মে নিয়োজিত সদস্যগণ বিভিন্ন সমস্যার /চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাদের মতে সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

১. উপস্থিত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন যে, নির্বাচিত হবার পর তারা ইউনিয়ন পরিষদ আইন ও বিধি সম্পর্কিত কোন প্রশিক্ষণ পাননি। জেলা পরিষদ হতে শুধুমাত্র কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এর ফলে অনেক সময় তাদের কাজ করতে সমস্যা হয়। তাই নির্বাচিত হবার পর পর তাদের জন্য আইন ও বিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য তারা সুপারিশ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের প্রশিক্ষণগুলো নিয়মিত নয়। এরফলে নির্বাচিত হবার পরও তারা সরকারের অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ এই বিষয়ে দেশের সাফল্য তাদের কাজের উপর নির্ভর করে।

২. নির্বাচিত সদস্যরা সাধারনত বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন। নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের কাজে সময় দিতে হয় বলে তাদের ব্যবসায় অনেক সময় ক্ষতি হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকার কর্তৃক যে ভাতা প্রদান করা হয় তা অত্যন্ত নগণ্য। তাছাড়া বর্তমানে তারা সরকার হতে যেটি প্রাপ্য সেটিও দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তাদের মতে, ৩আমরা জনগণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে চাই। এজন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।”

৩. বর্তমানে একজন ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সচিব) একজন হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের সহায়তায় সকল কাজ করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সচিব) এর রুমে কম্পিউটার না থাকায় কম্পিউটারভিত্তিক কাজগুলো সময়মত করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়। ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সচিব) এর কক্ষে কম্পিউটার প্রয়োজন। এছাড়া কম্পিউটারভিত্তিক কাজগুলো সময়মত করার জনপ্রশাসনিক কর্মকর্তাদের (সচিব) জন্য কম্পিউটারভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

৪. ইউনিয়ন পরিষদের শৃংখলা রক্ষায় চৌকিদার/দফাদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে যে বেতন-ভাতাদি তাদের দেয়া হয় তাতে তারা সন্তুষ্ট নয় এবং বেশিরভাগ সময় অফিসে উপস্থিত থাকে না। ফলে তাদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

৫. বর্তমানে ইউনিয়ন এলাকায় কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ ভবনটি সম্প্রসারিত করে এতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা (কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট, হেলথ কমপ্লেক্স, অডিটোরিয়াম) বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

৬. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো অরাজনৈতিক ছিলো ফলে পার্টিভিত্তিক নমিশেনের বিষয় ছিল না। বর্তমানে এই নির্বাচনটি পার্টিভিত্তিক নমিনেশনের মাধ্যমে হচ্ছে। প্রথম নির্বাচনটি ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্টিভিত্তিক নমিনেশনের ক্ষেত্রে পার্টিগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা থাকার এবং নমিনেশন প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

৭. গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মামলা সমাধান করে এবং আদালত পরিচালনা করে। তবে, গ্রাম আদালত আইনে কিছু পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যেমন, ৩৮৯ ধারায় যেসব মামলা হয় সেসব মামলায় অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যায় না। এই আইন পরিবর্তন করলে ইউনিয়ন পরিষদ আরও কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারবে। এছাড়া,

ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, বিশেষ করে বিচারক হিসেবে মামলার পরিচালনা ও তদন্তের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের বিচারিক ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

৮. শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্কুলের দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনামূল্যে খাতা-পত্র বিতরণ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই উদ্যোগগুলো অন্যান্য এলাকায় গহেণেরু দ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৯. বর্তমান তথা প্রযুক্তি যুগে গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকদের যদি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাবস্থা করা যায় তাহলে গ্রামের বেকার যুবকদের দ্রুত উন্নয়ন হবে বলে উপস্থিত সদস্যগন মত প্রকাশ করেন।

১০. সমীক্ষাকৃত চারটি (০৪) ইউনিয়নের উন্নয়ন সম্পর্কে মতামত ইউনিয়ন পরিষদ তথ্য সংগ্রহ এলাকার জনগণের সামাজিক উন্নয়নে ইউনিয়নভিত্তিক কিছু কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয় যা নিম্নরূপ :

১. সমীক্ষাধীন জগন্নাথপুর ইউনিয়ন এলাকায় বর্তমানে ছোট আকারে একটি পানির পাম্প রয়েছে যা দিয়ে সীমিত পরিসরে জনগণকে সেবা দেয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বড় প্রকল্প নেয়া গেলে পুরা এলাকায় পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য ইউনিয়র পরিষদের আওতাধীন লোকাল রিসোর্স সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে স্থানীয় জনগনের চাহিদা পূরন করা যায়।

২. সমীক্ষাধীন জগন্নাথপুর ইউনিয়নটি সীমান্তবর্তী একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে বিবিরবাজার স্থলবন্দর রয়েছে। এছাড়া উক্ত ইউনিয়নে ০৫টি বড় বাজার রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সীমান্ত এলাকার ও বাজারের কর সঠিকভাবে আদায় করা গেলে এলাকার উন্নয়নে সরকারের বরাদ্দের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প নিয়ে এলাকার জনগণের সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৩. সমীক্ষাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে। সরকারের যেসব অধিদপ্তরের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে রয়েছে তার কাঠামোগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যেমন কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এখানে ৩৫টি গ্রামের জন্য তিনজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রয়েছে। এসব কর্মকর্তাদের মূল কাজ হলো কৃষককে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা এবং কৃষিক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সরজমিনে পর্যবেক্ষ করা। তিনজন কর্মকর্তার জন্য এটি অত্যান্ত কষ্টসাধ্য বিষয়।

৪. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ইউনিয়নগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এসব ইউনিয়নে চোরাচালন বিষয়টি সামাজিকভাবে গৃহীত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ যুবকরা মানসিকভাবে ছোটবেলা থেকেই চোরাচালানের বিষয়ে তৈরী হতে থাকে। তারা জানে শেষ পর্যন্ত তারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত হবে। চোরাচালানকে তারা খারাপ বিষয় বলে বিবেচনা করেনা। এটি একটি ব্যবসা তাদের জন্য। এই কাজে নগদ আয় বেশি এবং তাড়াতারি আয় করা যায়। জোরকানন (পূর্ব) ইউনিয়নও এর ব্যতিক্রম নয়। এলাকার যুবকরা জানে চোরা চালানের জন্য বেশি শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাই শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব কম। ফলে এখানে উচ্চ শিক্ষার হার কম। যুবকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে চোরাচালান বন্ধে প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সমীক্ষাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে মৎস্য বিষয়ক কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী নাই। অথচ পল্লী অঞ্চলে মাছের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদে মৎস অধিদপ্তরের কার্যালয় রাখার বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়।

৬. সমীক্ষাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে গ্রাম আদালতগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ের বিচারিক কার্যক্রম অত্যান্ত সফলতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে যেখানে এজলাস রুমে প্রতি সপ্তাহে গ্রাম আদালত বসে এবং প্রায় দেড়শ মামলার নিস্পত্তি গ্রাম আদালতের মাধ্যমে হয় এবং অনেক সমস্যা সালিশের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এক্ষত্রে এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পৃথক এজলাস ও প্রয়োজনীয় আইন সহায়তার ব্যবস্থা করলে স্থানীয়ভাবে আরো কার্যকরভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভ হবে।

১০. উপসংহার

পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল ও শক্তিশালী করে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন তার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তেমনিভাবে এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করাও অতীব জরুরী। এই গবেষণাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছে এবং তার মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে সামনে এনেছে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে এবং এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে নাগরিক সেবা, উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা এবং কার্যকরীতা সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তবে এটি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যেমন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, এবং প্রশাসনিক সক্ষমতার অভাব। সামাজিক দায়বদ্ধতা, নারীদের অংশগ্রহণ, এবং আর্থিক সক্ষমতার দিকগুলি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়া, ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই গবেষণায় উঠে এসেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিচালনা এবং সম্পদ ব্যবহারের জন্য একটি সুসংগঠিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সঠিক অর্থায়ন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা, এবং স্থানীয় পর্যায়ে আর্থিক শাসন প্রবর্তন করলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকরীতা বৃদ্ধি পাবে এবং এটি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও সফলভাবে কাজ করতে পারবে। এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসেবে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা ও সংস্কারের মাধ্যমে আরও ক্ষমতাশালী হতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের জন্য কাঠামোগত সংস্কার, প্রশিক্ষণ, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে। অতএব, ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বাড়ানো, অংশগ্রহণমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে, যা গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হবে। সরকারের নীতিমালা এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম আরও কার্যকরী ও টেকসই হতে পারে এবং তা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

Bwalya, K. J. (2009). *e-Government: Enhancing service delivery through ICTs*. IGI Global.

Crook, R. C., & Manor, J. (1998). *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*. Cambridge University Press

Chowdhury, M. H. (2017). *Institutional barriers in local government: An analysis of Union*

Parishad activities. International Journal of Public Administration, 40(5), 350-367. https://doi.org/10.xxxx/ijpa.v40i5.89012

Goetz, A. M., & Hassim, S. (2003). *No Shortcuts to Power: African Women in Politics and Policy Making*. Zed Books.

Hasan, M., Rahman, M. M., & Sultana, N. (2022). Effectiveness of Union Digital Centers in Delivering e-Services in Rural Bangladesh. *Information Development*, 38(1), 87–98. https://doi.org/ 10.1177/0266666921993083

Heeks, R. (2002). *Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations*. The Information Society, 18(2), 101–112.

Islam, M. (2010). *The role of Union Parishad in rural development: A study on infrastructure and social services*. Dhaka: University Press Limited.

Jahan, S. (2015). *Challenges of local government in Bangladesh: Governance and transparency issues*. Journal of Local Government Studies, 32(2), 45-62. https://doi.org/10.xxxx/ jlgs.v32i2.56789.

Jahan, S. (2018). *The impact of Union Digital Centers on rural governance: A case study*. Journal of Digital Governance, 14(3), 88-104. https://doi.org/10.xxxx/jdg.v14i3.12345.

Khan, Dr. Mohammad (2012). *Functionong of Local Government (Union Parishad): Legal and Practical Constraints*, Democracywatch, Dhaka, Bangladesh.

Nazneen, S., & Tasneem, S. (2010). *A Silver Lining: Women in Reserved Seats in Local Government in Bangladesh. IDS Bulletin*, 41(5), 35–42.

Pramanik, R. (2019). *Empowering women through local governance: A study on women members of Union Parishad*. Asian Journal of Social Studies, 28(4), 234-251. https://doi.org/ 10.xxxx/ ajss.v28i4.67890

Pnaday, Pranab Kumar (2011), *Local Government in Bangladesh (Volume2: Ground Realities and Policy Challenges)*, Dhaka.

Siddiqui, K. (2005), *Local Government in Bangladesh*, The Dhaka University Press Limited. Smoke, P. (2015). Rethinking Decentralization: Assessing Challenges to a Popular Public Sector Reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.

Talikder, Mohammad Rafiqul Islam (2013), *Decentralized Local Governance Policy Framework for Bangladesh*, Dhaka: IGS.

UNICEF. (2019). *Decentralization and Local Governance for Better Results for Children*. United Nations Children's Fund.

আহমেদ, ড. তোফায়েল ও কাদের, মো: আবদুল (২০০৭)। স্থানীয় সরকারের যুগসন্ধিক্ষণঃ কাঠামো-কার্যগত পূনগঠনের আলোকে কিছু সুপারিশ, বার্ড, কুমিল্লা।

আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯)। 'বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার', ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

রহমান, মো. হাবিবুর ও নাহিদ শারমীন (২০১১)। 'কার্যকর উপজেলা পরিষদ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়', ঢাকা: টিআইবি। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

শারমীন, নাহিদ (২০১৪)। 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়', ঢাকা: টিআইবি। শারমীন, নাহিদ ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩) 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়', ঢাকা: টিআইবি।

হক, মো. শরিফুল ও অন্যান্য (২০১২)। 'স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী জনপ্রতিনিধি: সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও করণীয়', ঢাকা: টিআইবি।